দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৪২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের মিনি-সমাবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের একদল গ্রাজুয়েট সমাবর্তন জটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শুক্রবার একটি মিনি সমাবর্তনের আয়োজন করে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছ থেকে তাদের অনার্স সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন।

ইউএনবির খবরে বলা হয় ঃ রাজনৈতিক উত্থান পতন ও ক্যাম্পাসে সহিংসতার কারণে ১৯৭০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি।

শুক্রবার বিকালে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন; আমি ইতিবাচক রাজনীতিকে দোষারোপ করছি না তবে দূষিত রাজনীতির কারণেই গত ২২ বছর ধরে আমরা বার্ষিক সমাবর্তনের আয়োজন করতে পারিনি।

ইংরেজী বিভাগের ১৯৮৬–৮৯ শিক্ষা বর্ষের ৮৩ জন ছাত্র–ছাত্রী প্রশাসনিক

(আটের পাতায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তাঁদের অনার্স সার্টিফিকেট নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের সার্টিফিকেট দিতে ভিসিকে রাজী করান।

সার্টিফিকেট দেবার আগে ভিসি এই 'বিদ্রোহের' জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ কারণেই এই মিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্ভব হল।

প্রফেসর মিয়া ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ও 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ার জন্য তাঁর সহযোগীদের (শিক্ষকদের) অংশতঃ দায়ী করেন।

তিনি অবৈধ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের মত একটি মর্যাদাসম্পন্ন পদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর সমাবর্তনে সার্টিফিকেট বিতরণের সময়ে যে কথা বলেন তা উদ্ধৃত করে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, তোমাদের চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের এই সার্টিফিকেটের যোগ্য প্রমাণ করবে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এই মিনি সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর কেএম মহসীন এবং আরো ভাষণ দেন প্রো-ভিসি ডঃ ওয়াকিল আহমদ ও ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ খন্দকার রেজাউর রহমান।